দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ১০ কার্তিক ১৪১৭
Monday 25 October 2010

উন্নয়ন-বান্ধব জাতীয় পরিবেশ

ড. এম. আজিজুর রহমান

বিশ্বের কোন দেশই সমান উন্নত নয়। কোন দেশ বেশি উন্নত কোনটি কম। আবার কোন কোন দেশ অপেক্ষাকৃত মধ্যমানের। কোন দেশের উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ বেশি। কোন কোন দেশ উন্নয়ন প্রতিকূল পরিবেশে পরিবেষ্টিত। বিশ্ব মানব জাতিকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং ধর্মীয়ভাবে সরকার ও সরকারি প্রশাসন ইত্যাদি পরিবেশের বিভিন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। সুষ্ঠু প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র ইত্যাদি একটি জাতির সচ্ছতা অর্জনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার দেখা যায়, কিছু কিছু দেশ ব্রিটিশ কলোনী হওয়ার দরুন ব্যক্তি স্বাধীনতা, বেসরকারিখাতে সম্প্রসারণ, ব্যক্তি ও ব্যক্তি সম্পদের অধিকার (Property rights), নিরাপত্তা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ ইত্যাদি বিভিন্নভাবে দেশ ও জাতি সচ্ছলতা অর্জন করতে পেরেছে। আবার আবহাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়- পশ্চিমাসহ সংশ্লিষ্ট কিছু শীতের দেশ অপেক্ষাকৃত বেশি সচ্ছল। তাই অনেকে মনে করে গরমের দেশের মানুষগুলো অলস হয়। তারা অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মানুষের অলসতার কারণে সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতি অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল।

অনেকের মতে যারা সামুদ্রিক মাছ বেশি খায়, বেশি আয়োডিন পায় তারা বুদ্ধিমান হয়। যেমন- দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার তুলনায় পূর্ব এশিয়ান লোকজন বেশি বুদ্ধিমান এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলো অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। আবার কেউ মনে করে খাটো লোকগুলো বেশি বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও চৌকষ। যেমন- খাটো জাপানিজদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার কাছে আমেরিকানরা হার মানতে বাধ্য হয়েছে। এমনিতেও বলা হলা হয় জাপানের খাটো লোকগুলো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কঠোর পরিশ্রমী। ফলশ্রুতিতে জাপানে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও শুধু শ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তি জ্ঞানের সাহায্যে জাপানকে আজ উন্নয়নের শীর্ষ পর্যায়ে নিতে পেরেছে। জাপানের এই লোকগুলো জীবন, জীবনমান এবং জীবিকা নির্বাহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিধায় তারা বিশ্বের আবিষ্কৃত নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আজ এ আর্থ-সামাজিক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকার মত উন্নত দেশের কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলোকেও জাপানীরা আলসে বলে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হয়েও ভারত খুব একটা অগ্রসর হতে পারছে না। কারণ ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অনেক মানুষই Working mode-এর পরিবর্তে তরতাল mode নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত থাকে।

কোন দার্শনিক মনে করে নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের জলবায়ু, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার ওপর নির্ভর করবে ঐ অঞ্চলের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা ও জীবনমান কেমন হবে। অনেক দার্শনিক মনে করেন, উষ্ণ অঞ্চলের মানুষরা অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বড় আলস্য পরায়ন। Is it the British colony who are now the richest countries? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অধিনস্ত দেশগুলো আইন-শৃঙ্খলা, বিচার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন শৃঙ্খলা বোধের পরিবেশ পেয়েছে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত এবং বেসরকারিভাবে ভোগ বিলাসের পরিশ্রম দিয়ে অর্জন, উপার্জন ও জীবনযাপনের সচ্ছলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই বলা হয় প্রাগঐতিহাসিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পরিচালিত দেশ ও জাতি অপেক্ষাকৃত বেশি সচ্ছল। আবার অনেক দার্শনিক মনে করেন যেসব দেশে ইউরোপীয় বংশধর, Immigrant বা অভিবাসী তুলনামূলকভাবে বেশি তারাই বেশি উন্নত। যেমন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। সংশ্লিষ্ট দার্শনিকদের মতে ইউরোপিয়ান বংশধর বিশিষ্ট দেশ ও জাতি তুলনামূলকভাবে বেশি উৎপাদনশীল এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল। Is it protestant who have the more productive work ethics than the other group of Christianity including Catholic? According to many philosopher protestant are true driver of economic growth and success।

সিয়েরালিয়ন আফ্রিকার একটি দরিদ্র দেশ, যেখানে যে দেশটি ডায়মন্ডের মত একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। কথায় বলে মানুষ না খেয়ে মরে না, খেয়েই মরে। সিয়েরালিয়ন ছোট্ট একটি দেশ যেটিতে প্রাকৃতিক সম্পদে বিদ্যমান। সেখানে আর্থিক সচ্ছলতা নেই। বরং ডায়মন্ডের প্রাচুর্যতা হয়ে গেল তাদের জাতীয় সুখর কাল। যা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, কলহ, ঝগড়া, বিবাদ, কোন্দল ইত্যাদি। শৃঙ্খলাবোধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি বা Institutions, স্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ইত্যাদির অভাবে দেশটি আজ অবধি তেমন একটা আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

সাম্যবাদী বা Communist উত্তর কোরিয়া যেখানকার মানুষ "জন্মসূত্রে ধনী ও গরীব"- এ-সত্যটি মেনে নিতে রাজি নয়। তারা সাম্যবাদী চায় সবাই সমান বা common হতে। Un-common হওয়াটা তাদের বড় অপছন্দ। তাই তাদের বলা হয় North Korean Communist। জাতিগতভাবে, ভৌগোলিকভাবে সংস্কৃতিগত প্রাণিবিদ্যার ভাষায় প্রাকৃতিক সম্পদ আবহাওয়া মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনশীলতা একই রূপ হওয়া সত্ত্বেও South Korea-র GDP বা মাথাপ্রতি বাৎসরিক আয় উত্তর কোরিয়া থেকে ১০ গুণ বেশি। কিসের এতো পার্থক্য? যে সরকার যা চায় ঐ দেশের জনগণ তাই পায়, এর ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যাবে South ও North কোরিয়ার সচ্ছলতার পার্থক্য। South কোরিয়া একটি উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির দেশ, যেখানে যা করে তা তার নিজের জন্য করতে পারে এবং তা করার পরিবেশ বিদ্যমান ইত্যাদি কারণে যেখানে জাতীয় আয়ের দিক থেকে South Korea আমেরিকার খুব কাছাকাছি অথচ North Korea আমেরিকার তুলনায় ২০ গুণ কম এবং ধনতান্ত্রিক North Korea South Korea-র তুলনায় ১০ গুণ বেশি দারিদ্র্যপীড়িত।

মিশর বিশ্বমানব জগতে একটি বৃহৎ ও প্রাচীন সভ্যতা। দুর্ভাগ্যবশত অর্থনৈতিকভাবে দেশটি অর্ধসচ্ছল।

কারণ ঘুরে-ফিরে একটাই যা হল ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তি সম্পদ, বেসরকারি খাত, অর্থ সম্পদ অর্জন ও ধরে রাখা, কাজে-কর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা সবকিছুরই অভাব। স্বাধীনতা-পরবর্তী মিশরে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির পরিবর্তে সীমিত বাজার, সীমিত অর্থনীতি এবং সীমিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিদ্যমান এবং যেখানে সাধারণ মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার বড় অভাব। সভ্যতা অর্জন ও ধরে রাখা সময়কালীন যেমন, Auto man সাম্রাজ্যবাদ এবং ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের সময় মিশরের জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোই ছিল। অথচ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা, আর্থিক স্বাধীনতা, Property rights ইত্যাদি হ্রাসকরণের ফলে জাতীয়ভাবে মিশরের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। যা এখনো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ফাঁদে আটকা। বর্তমান মিশরে দুর্নীতি, অপরাধমূলক সংস্কৃতি, অনিয়ম, ঘুষ ও বখশিশ ইত্যাদির চর্চা অনেক বিদ্যমান। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বিদ্যমান। আইন শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য সরকারি সেবামূলক কর্মকাণ্ড, জীবনের নিরাপত্তা, জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি সংশ্লিষ্টতায় উন্নয়ন, সামাজিক মূলধন গঠন এবং সরকারিভাবে সেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্বল্পতা ইত্যাদি সব কিছু মিলে বর্তমান মিশরীয় অর্থনীতি আজ এক স্থবিরতা বা Economic stagnant পরিবেশের শিকার। তাই আবারো বলতে হয় "যে দেশের সরকার যা চায় ঐ দেশের জনগণ বাস্তব প্রেক্ষাপটে তাই পায়"। সরকার বুঝতেও পারে না উন্নয়নবান্ধব জাতীয় পরিবেশ রক্ষায় সরকার তার অজান্তেই কিভাবে অসচ্ছল বান্ধব পরিবেশ বা সচ্ছল প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয়।

[লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর,
উত্তরা ইউনিভার্সিটি।]